ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গার্হস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত গার্হস্থ্য অর্থনীতি বিষয়ক কলেজসমূহে ২০২২-২০২৩ শিক্ষাবর্ষের আন্ডারগ্রাজুয়েট প্রোগ্রামে ভর্তি নির্দেশিকা

ভর্তি পরীক্ষা: ১০ জুন ২০২৩ শনিবার সকাল ১১টা থেকে ১২টা পর্যন্ত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্নলিখিত অঙ্গীভূত গার্হস্থ্য অর্থনীতি বিষয়ক কলেজসমূহে ৪ (চার) বছর মেয়াদী কোর্সে ২০২২-২০২৩ শিক্ষাবর্ষের আন্ডারগ্রাজুয়েট প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য শুধু মহিলা প্রার্থীদের দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছেঃ

কলেজের নাম	ঠিকানা	কলেজের ধরণ	বাৎসরিক আনুমানিক খরচ
(১) গভর্নমেন্ট কলেজ অব অ্যাপ্লাইড হিউম্যান সাইন্স	আজিমপুর, ঢাকা ৫৮৬১১৩০৮, ২২৩৩৬০২১১, ২২৩৩১৮০০ www.govhec.edu.bd	সরকারি	৬০০০/- (ছয় হাজার) টাকা
(২) বাংলাদেশ গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ	১৪৬/৪ গ্রীনরোড, ঢাকা ৪৮১১১২৯১, ৪৮১১৫০৮০, ০১৭০৩১৯৭৩২৭, ০১৭৯৯২৬৬৩৭৫, ০১৭৬২৪৭১৭০৯, ০১৭১৬১৬০৬৮৬, ০১৭১৫০৬১৩৬৯ www.bhec.edu.bd	বেসরকারি	৪৫০০০/- (পঁয়তাল্লিশ হাজার) টাকা ভর্তি ফিঃ ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা (একবার প্রদেয়)
(৩) ন্যাশনাল কলেজ অব হোম ইকনমিক্স	৮/৫-এ, ব্লক-সি লালমাটিয়া, ঢাকা ১২০৭ ৮১০০২৪৫, ০১৯১৯৪২৭৯৫৯, ০১৭২০১১৭২৩৬, ১০৭১৬৫০৭৯০০, ০১৬১২১০৩৯৫২ www.nche98.com	বেসরকারি	৩৯০০০/- (উনচল্লিশ হাজার) টাকা ভর্তি ফিঃ ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা (একবার প্রদেয়)
(৪) ময়মনসিংহ গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ	৪০/৫, আকুয়া হাজীবাড়ি মোড়, ময়মনসিংহ ০১৭১২১৩৮৮৫৩, ০১৭১১৩১৯৩৯১ www.mhec.edu.bd	বেসরকারি	৩০০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা ভর্তি ফিঃ ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা (একবার প্রদেয়)
(৫) আকিজ কলেজ অব হোম ইকনমিক্স	৪/৪/১-বি, ব্লক-এ, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭ ০১৭১৫৪৩২৮৯১, ০১৭০১২১৪৩৪০-৪৩ www.akijhec.edu.bd	বেসরকারি	৩৮৬০০/- (আটত্রিশ হাজার ছয়শত) টাকা ভর্তি ফিঃ ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা (কিস্তিতে প্রদেয়)
(৬) বরিশাল হোম ইকনমিক্স কলেজ	এইচ-১৮৩২, মিরাবাড়ি, ফিসারি রোড, নথুল্লাবাদ বাস স্ট্যান্ড সংলগ্ন, বরিশাল ০১৮৭০৮০২৬৯০, ০১৮৭০৮০২৬৯৯, ০৯৬৯৬১২৮৫১১ www.bhec.ac.bd	বেসরকারি	২৫০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকা ভর্তি ফিঃ ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা (একবার প্রদেয়)

বিঃ দ্রঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর্যুক্ত অঙ্গীভূত কলেজসমূহের ভর্তি কার্যক্রম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞান অনুষদের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়। কলেজসমূহের বিএস ও এমএস শ্রেণির সিলেবাস প্রণয়ন ও পরীক্ষাসমূহও জীববিজ্ঞান অনুষদের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। ডিগ্রীসমূহের সনদপত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদান করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য কোনো সুযোগ-সুবিধা ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের জন্য প্রযোজ্য নয়।

গার্হস্থ্য অর্থনীতি বিষয়ক কলেজসমূহে স্নাতক (সম্মান) বিভাগসমূহ

ক) খাদ্য ও পুষ্টিবিজ্ঞান (Food and Nutrition)

বর্তমান বিশ্বে স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের প্রসারের সাথে সাথে যে বিষয়গুলোর ব্যাপক প্রসার ও প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে তার মধ্যে খাদ্য ও পুষ্টিবিজ্ঞান বিষয়টি অন্যতম। এই বিষয়টিতে ফলিত পুষ্টি, খাদ্য ব্যবস্থাপনা, খাদ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, গণপুষ্টি, পথ্যবিদ্যা, উচ্চতর পুষ্টিবিজ্ঞান, ক্লিনিক্যাল ও থেরাপিউটিক নিউট্রিশন, জনস্বাস্থ্য ও পুষ্টি এবং গবেষণাসহ গুরুত্বপূর্ণ অত্যন্ত আধুনিক ও যুগোপযোগী কোর্সসমূহের তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক জ্ঞান দেয়া হয়। বিভাগের শিক্ষার্থীরা পুষ্টিবিদ, পথ্যবিদ, স্বাস্থ্য ও পুষ্টিবিষয়ক গবেষক, শিক্ষক, খাদ্য ব্যবস্থাপক হিসেবে ক্যারিয়ার গঠন করতে পারে।

খ) সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও এন্ট্রাপ্রেনরশিপ (Resource Management and Entrepreneurship)

সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও এন্ট্রাপ্রেনরশিপ বিষয়টিকে পারিবারিক জীবনের প্রশাসনিক ব্যবস্থার সাথে তুলনা করা যায়। এ বিষয়ে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, টেকসই প্রযুক্তির ব্যবহার, জ্বালানীর সংকট দূরীকরণে বিকল্প সম্পদের ব্যবহার, এন্ট্রাপ্রেনরশিপ, ভোগ অর্থনীতি, মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ ব্যবস্থাপনা, সাংগঠনিক আচরণ এবং সর্বক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনার শিক্ষা দেয়া হয়। এছাড়া দেশে সম্পদ ব্যবস্থাপনা, গৃহায়ন সমস্যার সমাধানে গবেষণালব্ধ শিক্ষা, হাউজ প্ল্যান, ইন্টেরিয়র ও এক্সটেরিয়র ডিজাইন সম্পর্কে জ্ঞান দান এ শিক্ষার অন্যতম দর্শন। বিষয়টির জ্ঞান বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, এনজিও, ব্যবসায় প্রশাসন, পরিবেশ সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান, ইন্টেরিয়র ডিজাইন ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে কাজ করার ক্ষেত্র তৈরি করে এবং যে কোনো প্রতিষ্ঠানের মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিভাগে কাজের সুযোগ তৈরি হয়। এ বিভাগে ছাত্রীরা আবাসিক গৃহে অবস্থান করে ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সকল বিষয়ে তাত্ত্বিক জ্ঞানের পাশাপাশি ব্যবহারিক শিক্ষা গ্রহণ করে। বর্তমানে প্রথম বর্ষ থেকে এমএস পর্যন্ত প্রতিটি বর্ষে উদ্যোক্তা সংক্রান্ত প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান দান করা হয়। যার ফলে ছাত্রীরা নিজেদের দক্ষ উদ্যোক্তা হিসেবে তৈরি করতে পারে।

গ) শিশু বিকাশ ও সামাজিক সম্পর্ক (Child Development and Social Relationship)

শিশুর জন্মপূর্ব বিকাশ হতে শুরু করে জন্ম পরবর্তী সময় পর্যন্ত মানব জীবনের প্রত্যেকটি ধাপের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে শিশু বিকাশ ও সামাজিক সম্পর্ক বিভাগে পাঠদান করা হয়। এই বিভাগের শিক্ষাক্রম থেকে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন বয়সী শিশুর বৈশিষ্ট্য; নৈতিক ও সামাজিক বিকাশে সমবয়সী দলের প্রভাব; বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু সনাক্তকরণ ও পরিচালনা; বয়:সন্ধিক্ষণ বয়সের পরিবর্তন; শিশুর প্রয়োজনীয় পুষ্টি; শিশুর বিকাশে পরিবেশের প্রভাব ইত্যাদি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করে। এই বিভাগের শিক্ষার্থীরা শিশুদের কল্যাণে নিয়োজিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা (যেমন- ইউনিসেফ, সেভ দ্যা চিলড্রেন, ইউএনডিপি, আইএলও), শিশু শিক্ষা কেন্দ্র, বিভিন্ন হাসপাতালের শিশু বিকাশ কেন্দ্র, মা ও শিশু স্বাস্থ্য কেন্দ্র, ডে কেয়ার সেন্টার, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুর শিক্ষা ও পরিচালনা কেন্দ্র, ইসিডি বিষয়ক বিভিন্ন এনজিও ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে কাজ করার যোগ্যতা অর্জন করে।

ঘ) শিল্পকলা ও সৃজনশীল শিক্ষা (Art and Creative Studies)

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যদি শিল্পকলা ও সৃজনশীলতার অস্তিত্ব থাকে তবেই পরিপূর্ণভাবে সফলতা অর্জন সম্ভব। এই বিভাগের মূল উদ্দেশ্যই হল জীবনকে অর্থবহ ও কার্যকরী করে তোলা। এটি এমন একটি বিভাগ যেখানে বর্তমান যুগের অত্যন্ত চাহিদা সম্পন্ন বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- গ্রাফিক্স ডিজাইন, ফ্যাশন ডিজাইন, ইন্টেরিয়র ডিজাইন, আইসিটি প্রভৃতি। শিক্ষার্থীদের জন্য এ বিভাগের সকল শিক্ষা কার্যক্রম (তত্ত্বীয়, ব্যবহারিক, সেমিনার, ওয়ার্কশপ, গবেষণা, ফিল্ডওয়ার্ক, উপস্থাপনা, প্রদর্শনী, শিক্ষা সফর ইত্যাদি) তাদের ভবিষ্যৎ কর্মক্ষেত্রের সফলতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিল্পকলা ও সৃজনশীল শিক্ষা বিষয়ে ডিগ্রি অর্জন করে সর্ব পর্যায়ে শিক্ষকতা, গবেষণা, কুটির শিল্প সংস্থা, বিজ্ঞাপন সংস্থা, যাদুঘর, ডিজাইন সেন্টার, মৃৎশিল্প প্রতিষ্ঠান, তাঁতশিল্প প্রতিষ্ঠান, টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি, টেক্সটাইল প্রিন্টিং সেন্টার, ইন্টেরিয়র ডিজাইনিং, ফ্যাশন ডিজাইনিং এ কাজ করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। সর্বোপরি এ বিভাগ থেকে শিক্ষার্থীরা নিজেকে সফল উদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করে।

ঙ) বস্ত্র পরিচ্ছদ ও বয়ন শিল্প (Clothing and Textile)

বহির্বিশ্বে ব্যাপক চাহিদা থাকায় এবং বাংলাদেশে বস্ত্র ও পোশাক শিল্পের বিপুল প্রসার ঘটায় এই বিভাগের গুরুত্ব অত্যধিক বৃদ্ধি পেয়েছে। এই যুগোপযোগী শিক্ষার শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে টেক্সটাইল ফাইবার, ইয়ার্ন এন্ড ফেব্রিক ম্যানুফেকচারিং টেকনোলজি, অ্যাপারেলস প্রোডাকশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট, ফ্যাশন ডিজাইনিং, মার্চেন্ডাইজিং, ফ্যাশন মার্কেটিং, ডাইং এন্ড প্রিন্টিং, কোয়ালিটি কন্ট্রোল, টেক্সটাইলস এন্ড কম্পিউটার সিস্টেমসহ বিভিন্ন বিষয়সমূহ। এসব বিষয়ের জ্ঞান শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বস্ত্র ও পোশাক শিল্প, টেক্সটাইল এন্ড ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রির বিভিন্ন ক্ষেত্রে (ফ্যাশন ডিজাইনিং, মারচেন্ডাইজিং, ডাইং ও প্রিন্টিং, কোয়ালিটি কন্ট্রোল, কম্পিউটার এইডেড ডিজাইন) কাজের সুযোগ সৃষ্টি করে। মূলত এ কর্মমূখী শিক্ষা কর্মক্ষেত্র বাছাইয়ে অত্যন্ত সহায়ক।

গার্হস্থ্য অর্থনীতি বিষয়ক কলেজসমূহের বিভিন্ন বিভাগে আন্ডারগ্রাজুয়েট প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য নির্ধারিত আসন সংখ্যা (কোটা সহ)

কলেজের নাম	ভর্তির বিষয়	বিজ্ঞান/গার্হস্থ্য অর্থনীতি		বিজ্ঞান/ব্যবসায় শিক্ষা/মানবিক/গার্হস্থ্য অর্থনীতি		মোট
		মেধা	কোটা	মেধা	কোটা	
গভর্নমেন্ট কলেজ অব অ্যাপ্লাইড হিউম্যান সাইন্স	খাদ্য ও পুষ্টিবিজ্ঞান	১৮৬	১৪	--	--	২০০
	সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও এন্ট্রাপ্রেনরশিপ	--	--	১৮৬	১৪	২০০
	শিশু বিকাশ ও সামাজিক সম্পর্ক	--	--	১৮৬	১৪	২০০
	শিল্পকলা ও সৃজনশীল শিক্ষা	--	--	১৮৬	১৪	২০০
	বস্ত্র পরিচ্ছদ ও বয়ন শিল্প	১৮৬	১৪	--	--	২০০
	মোট (ক)	৩৭২	২৮	৫৫৮	৪২	১০০০
বাংলাদেশ গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ	খাদ্য ও পুষ্টিবিজ্ঞান	১৪০	১০	--	--	১৫০
	সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও এন্ট্রাপ্রেনরশিপ	--	--	৯৩	০৭	১০০
	শিশু বিকাশ ও সামাজিক সম্পর্ক	--	--	৯৩	০৭	১০০
	শিল্পকলা ও সৃজনশীল শিক্ষা	--	--	৯৩	০৭	১০০
	বস্ত্র পরিচ্ছদ ও বয়ন শিল্প	৯৩	৭	--	--	১০০
	মোট (খ)	২৩৩	১৭	২৭৯	২১	৫৫০
ন্যাশনাল কলেজ অব হোম ইকনমিক্স	খাদ্য ও পুষ্টিবিজ্ঞান	১৪০	১০	--	--	১৫০
	সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও এন্ট্রাপ্রেনরশিপ	--	--	৯৩	০৭	১০০
	শিশু বিকাশ ও সামাজিক সম্পর্ক	--	--	৯৩	০৭	১০০
	শিল্পকলা ও সৃজনশীল শিক্ষা	--	--	৯৩	০৭	১০০
	বস্ত্র পরিচ্ছদ ও বয়ন শিল্প	৯৩	৭	--	--	১০০
	মোট (গ)	২৩৩	১৭	২৭৯	২১	৫৫০
ময়মনসিংহ গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ	খাদ্য ও পুষ্টিবিজ্ঞান	৪৭	৩	--	--	৫০
	সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও এন্ট্রাপ্রেনরশিপ	--	--	৪৭	৩	৫০
	মোট (ঘ)	৪৭	৩	৪৭	৩	১০০
আকিজ কলেজ অব হোম ইকনমিক্স	খাদ্য ও পুষ্টিবিজ্ঞান	৬৯	৬	--	--	৭৫
	সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও এন্ট্রাপ্রেনরশিপ	--	--	৪৬	৪	৫০
	শিশু বিকাশ ও সামাজিক সম্পর্ক	--	--	৪৬	৪	৫০
	শিল্পকলা ও সৃজনশীল শিক্ষা	--	--	৪৬	৪	৫০
	বস্ত্র পরিচ্ছদ ও বয়ন শিল্প	৪৬	৪	--	--	৫০
	মোট (ঙ)	১১৫	১০	১৩৮	১২	২৭৫
বরিশাল হোম ইকনমিক্স কলেজ	খাদ্য ও পুষ্টিবিজ্ঞান	৪৬	৪	--	--	৫০
	সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও এন্ট্রাপ্রেনরশিপ	--	--	২৮	২	৩০
	শিশু বিকাশ ও সামাজিক সম্পর্ক	--	--	২৮	২	৩০
	শিল্পকলা ও সৃজনশীল শিক্ষা	--	--	২৮	২	৩০
	বস্ত্র পরিচ্ছদ ও বয়ন শিল্প	৩৭	৩	--	--	৪০
	মোট (চ)	৮৩	০৭	৮৪	০৬	১৮০
	সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ+ঙ+চ)	**১০৮৩**	**৮২**	**১৩৮৫**	**১০৫**	**২৬৫৫**

আবেদনের ন্যূনতম যোগ্যতা

১। আবেদনকারীকে ২০১৭ সাল থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত মাধ্যমিক বা সমমানের এবং ২০২২ সালের বাংলাদেশের শিক্ষা বোর্ডসমূহ/উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের যেকোনো শাখায় উচ্চমাধ্যমিক অথবা কারিগরি/মাদ্রাসা বোর্ড/A-Level বা সমমানের বিদেশি ডিগ্রিধারী হতে হবে এবং মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বা সমমানের গ্রেডভিত্তিক পরীক্ষায় ৪র্থ বিষয়সহ প্রাপ্ত জিপিএ-দ্বয়ের যোগফল বিজ্ঞান শাখার জন্য ন্যূনতম ৬.০ এবং মানবিক, ব্যবসায় শিক্ষা ও গার্হস্থ্য অর্থনীতি শাখার জন্য ন্যূনতম ৫.৫ হতে হবে তবে কোনো পরীক্ষায় জিপিএ ২.৫০-এর নিম্নে হলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। GCE বা বিদেশি ডিগ্রিধারীদের ক্ষেত্রে সমতা নিরূপণকৃত গ্রেড গণনা করা হবে।

২। যে-সকল প্রার্থী ২০১৭ অথবা তার পরে পাসকৃত IGCSE/O-Level পরীক্ষায় অন্তত ৫টি বিষয়ে এবং ২০২২ সনের A-Level পরীক্ষায় অন্তত ২টি বিষয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে (O-Level ও A-Level-এর সর্বশেষ পরীক্ষার সনকে উক্ত পরীক্ষার পাসের বছর হিসেবে ধরা হবে) এবং উপর্যুক্ত ৭টি বিষয়ের মধ্যে যারা ৪টি বিষয়ে অন্তত C গ্রেড, অপর ৩টি বিষয়ে অন্তত D গ্রেড পেয়েছে তারা ভর্তি পরীক্ষায় আবেদনের জন্য বিবেচিত হবে। O-Level এবং A-Level পরীক্ষায় প্রাপ্ত লেটার গ্রেডের গ্রেড পয়েন্ট নিম্নরূপ ধরে জিপিএ হিসাব করা হবেঃ

A*/A=5.0 B=4.0 C=3.5 D=3.0

প্রাথমিক আবেদনপত্র

৩। গার্হস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটে ২০২২-২০২৩ শিক্ষাবর্ষের আন্ডারগ্রাজুয়েট প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য ০২/০৪/২০২৩ হতে ৩০/০৪/২০২৩ তারিখ রাত ১১:৫৯ এর মধ্যে অনলাইনে আবেদন করতে হবে।

৪। অনলাইনে ভর্তির প্রাথমিক আবেদন https://collegeadmission.eis.du.ac.bd ওয়েবসাইট থেকে করা যাবে। ভর্তির আবেদনের জন্য শিক্ষার্থীর উচ্চমাধ্যমিক এবং মাধ্যমিকের তথ্য, বর্তমান ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর, পিতা/মাতার জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর (ঐচ্ছিক), কোটা সংক্রান্ত তথ্য এবং স্ক্যান করা একটি ছবির প্রয়োজন হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, প্রার্থী যদি ইতোমধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য কোনো ইউনিটে আবেদন করে থাকে, তবে উক্ত প্রার্থী সরাসরি তার উচ্চমাধ্যমিকের রোল, বোর্ড এবং মাধ্যমিক পরীক্ষার রোল ব্যবহার করে ওয়েবসাইটে লগইন করতে পারবে এবং নতুন করে কোনো তথ্য দিতে হবে না। ভর্তির আবেদন ফি বাবদ ৭০০ (সাতশত) টাকা তাৎক্ষণিক অনলাইনে মোবাইল ব্যাংকিং সার্ভিস (বিকাশ/নগদ/রকেট ইত্যাদি) বা ডেবিট/ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে বা চারটি রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকে (সোনালী, জনতা, অগ্রণী ও রূপালী) নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে জমা প্রদান করা যাবে। আবেদন ও ফি জমার বিষয়ের বিস্তারিত নির্দেশনাবলী উক্ত ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

৫। A-Level/O-Level/সমমান বিদেশি শিক্ষাক্রমে বা উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের সমতা নিরূপণের জন্য https://collegeadmission.eis.du.ac.bd ওয়েব সাইটে গিয়ে “সমমান আবেদন” বা “Equivalence Application” মেন্যুতে আবেদন করে তাৎক্ষণিক অনলাইনে নির্ধারিত ফি জমা দিতে হবে। সমতা নিরূপণের পর প্রাপ্ত “Equivalence ID, HSC Roll ও SSC Roll” ব্যবহার করে সাধারণ শিক্ষার্থীদের মত তারাও একই ওয়েব সাইটে লগইন করে ভর্তি পরীক্ষার জন্য আবেদন করতে পারবে।

ভর্তি পরীক্ষা

৬। ক) ভর্তিচ্ছু সকল প্রার্থীকে গার্হস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটে ভর্তি-পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে।

খ) ভর্তি পরীক্ষা ১০ জুন ২০২৩ শনিবার সকাল ১১.০০ টা থেকে ১২.০০ টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে।

গ) ভর্তি পরীক্ষা এমসিকিউ (MCQ) পদ্ধতিতে হবে। মোট চারটি বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হবে। প্রতিটি বিষয়ে ২৫ নম্বরের প্রশ্ন থাকবে। প্রতি প্রশ্নের মান হবে ১। মোট ১০০টি প্রশ্নের জন্য মোট নম্বর হবে ১০০।

৭। ক) ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে অনুসৃত পাঠ্যসূচি অনুযায়ী হবে।

খ) ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রার্থীর বাংলা, ইংরেজি ও আইসিটি এই তিনটি বিষয়ের পরীক্ষা দেয়া আবশ্যিক। রসায়ন/হিসাব বিজ্ঞান/অর্থনীতি/খাদ্য ও পুষ্টি/সাধারণ জ্ঞান বিষয়ের মধ্যে যে কোনো ১টি বিষয়ে পরীক্ষা দিয়ে মোট চারটি বিষয় পূর্ণ করবে।

৮। **ভর্তি পরীক্ষার পাস নম্বর ৪০। যারা ৪০ এর কম নম্বর পাবে তাদেরকে ভর্তির জন্য বিবেচনা করা হবে না।**

৯। ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র এবং MCQ পদ্ধতির উত্তরপত্র বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সরবরাহ করা হবে। প্রার্থীকে প্রয়োজনীয় MCQ ঘর পূরণ করার উপযোগী কালো বলপেন আনতে হবে। প্রত্যেক প্রার্থীকে কেবল একটি MCQ উত্তরপত্র সরবরাহ করা হবে। অতএব উত্তরপত্র পূরণ করার সময় প্রার্থীদের সতর্কতা অবলম্বন করতে বলা হচ্ছে এবং পূরণ করতে গিয়ে কোনো ভুল-ভ্রান্তির দায়-দায়িত্ব প্রার্থীকেই বহন করতে হবে।

১০। MCQ উত্তরপত্রে রোল ও সিরিয়াল লেখায় কোনো ঘষামাজা থাকলে উত্তরপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

১১। পরীক্ষায় ক্যালকুলেটর বা এরূপ কোনো ডিভাইস ব্যবহার করা যাবে না। পরীক্ষার হলে প্রার্থীর নিকট মোবাইল ফোন, ব্লু-টুথ বা টেলিযোগাযোগ করা যায় এরূপ কোনো প্রকার ডিভাইস সঙ্গে রাখা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। পরীক্ষার হলে কোনো প্রার্থীর নিকট এরূপ কোনো ডিভাইস পাওয়া গেলে, সে ব্যবহার করুক বা না করুক তাকে বহিষ্কার করা হবে।

১২। ভর্তি পরীক্ষার বিস্তারিত আসন বিন্যাস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ওয়েব সাইটে (https://collegeadmission.eis.du.ac.bd) দেখা যাবে। ভর্তি পরীক্ষার আগের দিন প্রার্থীকে তার রোল ও সিরিয়াল অনুসারে পরীক্ষার নির্দিষ্ট স্থান ও সময় অবশ্যই নিজ দায়িত্বে জেনে নিতে হবে। নির্ধারিত আসনে পরীক্ষা না দিলে উত্তরপত্র মূল্যায়ন করা হবে না।

১৩। পরীক্ষার দিন পরীক্ষা শুরুর নির্ধারিত সময়ের **৩০** মিনিট পূর্বেই পরীক্ষা কেন্দ্রের নির্দিষ্ট আসনে আসন গ্রহণ করতে হবে।

১৪। কোনো প্রার্থী অন্যের ছবি/নম্বরপত্র ব্যবহার করলে অথবা অন্য যেকোনো অসদুপায় অবলম্বন করলে তার পরীক্ষা বাতিল এবং তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১৫। পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের কোনো রিপোর্ট থাকলে প্রার্থীর পরীক্ষা বাতিল বলে গণ্য হবে।

১৬। পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীদের অবশ্যই স্বাস্থ্যবিধি মানতে হবে।

মেধাস্কোর ও মেধাক্রম

১৭। ক) মোট **১২০** নম্বরের ভিত্তিতে প্রার্থীদের অর্জিত মেধাস্কোরের ক্রমানুসারে মেধা তালিকা তৈরি করা হবে। এজন্য মাধ্যমিক/O-Level বা সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত/হিসাবকৃত জিপিএকে ২ দিয়ে গুণ এবং উচ্চমাধ্যমিক/A-Level বা সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত/হিসাবকৃত জিপিএকে ২ দিয়ে গুণ করে; এই দুইয়ের যোগফল ভর্তি পরীক্ষায় **১০০**-তে প্রাপ্ত নম্বরের সাথে যোগ দিয়ে **১২০** নম্বরের মধ্যে মেধাস্কোর নির্ণয় করে তার ক্রমানুসারে মেধা তালিকা তৈরি করা হবে।

খ) মেধাস্কোর সমান হলে নিম্নলিখিত ক্রমানুসারে মেধাক্রম তৈরি করা হবে :

(১) ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত স্কোর
(২) HSC/সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত GPA without 4th Subject
(৩) HSC/সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত GPA with 4th Subject
(৪) SSC/সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত GPA without 4th Subject
(৫) SSC/সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত GPA with 4th Subject

গ) যারা ভর্তি পরীক্ষায় অনুপস্থিত থাকবে অথবা ৪০-এর কম নম্বর পাবে তাদের মেধাস্কোর হিসাব করা হবে না।

১৮। মেধাস্কোরের ভিত্তিতে নির্ণীত মেধাক্রম অনুযায়ী উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মেধা তালিকা ডিন, জীববিজ্ঞান অনুষদের অফিসে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার পরে দ্রুততম সময়ে প্রকাশ করা হবে। ফলাফল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েব সাইটেও (https://collegeadmission.eis.du.ac.bd) পাওয়া যাবে।

১৯। কোনো প্রার্থী প্রয়োজন মনে করলে মেধা তালিকা প্রকাশের তারিখ থেকে পাঁচ কার্য দিবসের মধ্যে কার্জন হল এলাকার অগ্রণী ব্যাংকের শাখায় ১০০০/-(এক হাজার টাকা) টাকা নিরীক্ষা ফি জমা দিয়ে ডিন, জীববিজ্ঞান অনুষদ বরাবর আবেদন করে প্রার্থীর উত্তরপত্র নিরীক্ষা করাতে পারবে। নিরীক্ষার ফলে প্রার্থীর অর্জিত নম্বরের পরিবর্তন হলে নিরীক্ষা ফি ফেরৎ দেয়া হবে এবং মেধা তালিকায় প্রয়োজনীয় সংশোধন করে নেয়া হবে।

২০। বিভিন্ন কলেজে ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা:

কলেজ	**মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের জিপিএর যোগফল** (৪র্থ বিষয় সহ)	**ভর্তির বিভাগ**	**বিজ্ঞান ও গার্হস্থ্য অর্থনীতি শাখা**	**মানবিক, ব্যবসায় শিক্ষা ও কারিগরি শাখা**
গভর্নমেন্ট কলেজ অব অ্যাপ্লাইড হিউম্যান সাইন্স	বিজ্ঞান: ৭.০ মানবিক: ৬.৫ ব্যবসায় শিক্ষা: ৭.০ (প্রতি শাখায় যেকোনো পরীক্ষায় অন্যূন ৩.০) গার্হস্থ্য অর্থনীতি: ৫.৫	খাদ্য ও পুষ্টিবিজ্ঞান	যোগ্য	যোগ্য নয়
		সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও এন্ট্রাপ্রেনরশিপ	যোগ্য	যোগ্য
		শিশু বিকাশ ও সামাজিক সম্পর্ক	যোগ্য	যোগ্য
		শিল্পকলা ও সৃজনশীল শিক্ষা	যোগ্য	যোগ্য
		বস্ত্র পরিচ্ছদ ও বয়ন শিল্প	যোগ্য	যোগ্য নয়
বাংলাদেশ গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ	বিজ্ঞান: ৬.০ মানবিক: ৫.৫ ব্যবসায় শিক্ষা: ৫.৫ গার্হস্থ্য অর্থনীতি: ৫.৫	খাদ্য ও পুষ্টিবিজ্ঞান	যোগ্য	যোগ্য নয়
		সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও এন্ট্রাপ্রেনরশিপ	যোগ্য	যোগ্য
		শিশু বিকাশ ও সামাজিক সম্পর্ক	যোগ্য	যোগ্য
		শিল্পকলা ও সৃজনশীল শিক্ষা	যোগ্য	যোগ্য
		বস্ত্র পরিচ্ছদ ও বয়ন শিল্প	যোগ্য	যোগ্য নয়
ন্যাশনাল কলেজ অব হোম ইকনমিক্স	বিজ্ঞান: ৬.০ মানবিক: ৫.৫ ব্যবসায় শিক্ষা: ৫.৫ গার্হস্থ্য অর্থনীতি: ৫.৫	খাদ্য ও পুষ্টিবিজ্ঞান	যোগ্য	যোগ্য নয়
		সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও এন্ট্রাপ্রেনরশিপ	যোগ্য	যোগ্য
		শিশু বিকাশ ও সামাজিক সম্পর্ক	যোগ্য	যোগ্য
		শিল্পকলা ও সৃজনশীল শিক্ষা	যোগ্য	যোগ্য
		বস্ত্র পরিচ্ছদ ও বয়ন শিল্প	যোগ্য	যোগ্য নয়
ময়মনসিংহ গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ	বিজ্ঞান: ৬.০ মানবিক: ৫.৫ ব্যবসায় শিক্ষা: ৫.৫ গার্হস্থ্য অর্থনীতি: ৫.৫	খাদ্য ও পুষ্টিবিজ্ঞান	যোগ্য	যোগ্য নয়
		সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও এন্ট্রাপ্রেনরশিপ	যোগ্য	যোগ্য
আকিজ কলেজ অব হোম ইকনমিক্স	বিজ্ঞান: ৬.০ মানবিক: ৫.৫ ব্যবসায় শিক্ষা: ৫.৫ গার্হস্থ্য অর্থনীতি: ৫.৫	খাদ্য ও পুষ্টিবিজ্ঞান	যোগ্য	যোগ্য নয়
		সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও এন্ট্রাপ্রেনরশিপ	যোগ্য	যোগ্য
		শিশু বিকাশ ও সামাজিক সম্পর্ক	যোগ্য	যোগ্য
		শিল্পকলা ও সৃজনশীল শিক্ষা	যোগ্য	যোগ্য
		বস্ত্র পরিচ্ছদ ও বয়ন শিল্প	যোগ্য	যোগ্য নয়
বরিশাল হোম ইকনমিক্স কলেজ	বিজ্ঞান: ৬.০ মানবিক: ৫.৫ ব্যবসায় শিক্ষা: ৫.৫ গার্হস্থ্য অর্থনীতি: ৫.৫	খাদ্য ও পুষ্টিবিজ্ঞান	যোগ্য	যোগ্য নয়
		সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও এন্ট্রাপ্রেনরশিপ	যোগ্য	যোগ্য
		শিশু বিকাশ ও সামাজিক সম্পর্ক	যোগ্য	যোগ্য
		শিল্পকলা ও সৃজনশীল শিক্ষা	যোগ্য	যোগ্য
		বস্ত্র পরিচ্ছদ ও বয়ন শিল্প	যোগ্য	যোগ্য নয়

২১। মেধা তালিকা প্রকাশের পর নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে অনলাইনে Choice ফরম পূরণ করতে হবে। পরবর্তীতে Choice এবং ভর্তি পরীক্ষার মেধা ও ভর্তির যোগ্যতা অনুযায়ী কলেজসমূহে বিভাগ বন্টনের তথ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েব সাইটে (https://collegeadmission.eis.du.ac.bd) দেখা যাবে। উত্তীর্ণ ছাত্রীগণ তাদের পছন্দ ও মেধাক্রম অনুযায়ী প্রাপ্ত কলেজ ও বিভাগে নির্ধারিত সময়ে ভর্তির কার্যক্রম সম্পন্ন করবে।

২২। মুক্তিযোদ্ধার সন্তান/নাতি-নাতনী, আদিবাসী, উপজাতি, হরিজন ও দলিত সম্প্রদায়, প্রতিবন্ধী (দৃষ্টি, বাক, শ্রবণ, শারীরিক, নিউরোডেভেলপমেন্টাল ডিজঅর্ডারস ও ট্রান্সজেন্ডার (মহিলা)) ও খেলোয়াড় (শুধুমাত্র বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিকেএসপি থেকে এইচ.এস.সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রীরা) কোটায় ভর্তি হওয়ায় সুযোগ পাবে। যারা অনলাইনে আবেদন করার সময় কোটায় টিক দিবে এবং ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে, কেবল তারাই ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পর পুনরায় আবেদন করতে পারবে। আবেদনের নিয়মাবলী ফলাফল প্রকাশের পর অনলাইনে নোটিসের মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হবে। মুক্তিযোদ্ধার সন্তান/নাতি-নাতনী কোটা মোট আসনের ৫%। এই কোটার ক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইস্যুকৃত সনদপত্র জমা দিতে হবে। আদিবাসী, উপজাতি, হরিজন ও দলিত কোটা মোট আসনের ১%। আদিবাসী ও উপজাতি কোটার ক্ষেত্রে স্ব-স্ব আদিবাসী ও উপজাতি প্রধান/জেলা প্রশাসন-এর সনদপত্র, হরিজন ও দলিত সম্প্রদায় কোটার ক্ষেত্রে হরিজন ও দলিত সম্প্রদায় সংগঠন প্রধানের সনদপত্র জমা দিতে হবে। প্রতিবন্ধী কোটা মোট আসনের ১%। এই কোটার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীতার উপযুক্ত সনদপত্র জমা দিতে হবে। খেলোয়াড় কোটার ক্ষেত্রে বিকেএসপি কর্তৃক প্রদত্ত সনদ জমা দিতে হবে। কোটার সপক্ষে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশের ৭ (সাত) দিনের মধ্যে জীববিজ্ঞান অনুষদের অফিসে জমা দিতে হবে । কোটার কোনো আসন শূন্য থাকলে তা মেধা থেকে পূরণ করা হবে।

বিবিধ

২৩। ভর্তি প্রক্রিয়ার যেকোনো পর্যায়ে এমন কি ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পরও ভর্তির জন্য প্রদত্ত তথ্যাদিতে যদি কোনো ভুল ধরা পড়ে অথবা যদি দেখা যায় যে, প্রার্থীর ভর্তির জন্য ন্যূনতম যোগ্যতা নেই, তাহলে প্রার্থীর ভর্তি-পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অনুমতি এবং/অথবা ভর্তি-পরীক্ষা এবং/অথবা বিভাগ মনোনয়ন বাতিল করা হবে।

২৪। ভর্তি সংক্রান্ত নিয়ম-নীতির যেকোনো ধারা ও উপধারা পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিমার্জন, সংশোধন, সংযোজন, বিয়োজন ও পুনঃসংযোজনের অধিকার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।

বিভিন্ন তারিখসমূহ:

অনলাইনে ভর্তির আবেদন	: ০২ এপ্রিল রবিবার বিকাল ৩টা থেকে ৩০ এপ্রিল ২০২২ রবিবার রাত ১১:৫৯ পর্যন্ত
প্রবেশপত্র সংগ্রহের তারিখ	: ২০ মে শনিবার বিকাল ৩টা থেকে পরীক্ষার দিন সকাল ১০টা পর্যন্ত
পরীক্ষার তারিখ	: ১০ জুন শনিবার সকাল ১১:০০ থেকে ১২:০০ টা পর্যন্ত
ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্নের শেষ তারিখ	: ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ বৃহস্পতিবার
ক্লাস শুরুর তারিখ	: ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৩ বৃহস্পতিবার

ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল দ্রুততম সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে (https://collegeadmission.eis.du.ac.bd) প্রকাশ করা হবে।

ভর্তি পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্যাবলীর জন্য যোগাযোগের ঠিকানা
জীববিজ্ঞান অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ফোনঃ ০৯৬৬৬৯১১৪৬৩ এক্স: ৪৩৫৫, ৪৩৫৬, ৪৩৫৭
মোবাইল: ০১৯০৫৪১১১০১, ০১৯০৫৪১১১০৫